যুগান্তর

তারিখ ... 28 DEC 2002
পৃ - ... - কলাম - ৪

চট্টগ্রাম সরকারি পাবলিক লাইব্রেরি

পড়ালেখা

জ্ঞানের জন্য বইয়ের কোন বিকল্প নেই। আর একজন মানুষের পক্ষে প্রচুর বই কিনে পড়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে একমাত্র আশ্রয় লাইব্রেরি। চট্টগ্রাম শহীদমিনার সংলগ্ন এলাকায় মুসলিম হলের পাশে চট্টগ্রাম সরকারি পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থান। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অথবা আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞান চর্চায় একটি আদর্শ স্থান পাবলিক লাইব্রেরি।

যে কেউ অযথা সময় নষ্ট না করে এই লাইব্রেরিতে এসে বই পড়ায় মনোনিবেশ করে জীবনের মূল্যবান সময়কে কাজে লাগাতে পারে। বই মানুষের কথা বলে, দেশের কথা বলে, মানুষকে বাঁচাতে শেখায় ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। এসব কথা চিন্তা করে অসংখ্য পাঠক পাবলিক লাইব্রেরির নিরিবিলি ঘরোয়া পরিবেশে পড়াশোনা করেন।

চট্টগ্রাম সরকারি পাবলিক লাইব্রেরিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- পাবলিক লাইব্রেরির নিচ তলায় আছে অফিস ও পাঠক-পাঠিকাদের মালামাল রাখার স্থান।

দ্বিতীয় তলায় জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রায় সবগুলোই পড়ার ব্যবস্থা আছে।

পাশাপাশি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ইত্যাদি পত্রিকাও পাওয়া যায়। এসব পড়ার জন্য আলাদা চেয়ার-টেবিল বরাদ্দ আছে। ৩০ আসনবিশিষ্ট পত্রিকা পাঠ কক্ষটিতে দৈনিক ২৫০ থেকে ৩০০ জন পাঠক আসে। আর এ কক্ষে কর্মরত আছেন ৫ জন কর্মচারী। এটি খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। আর এখানে পত্রিকা পাঠকক্ষ ছাড়াও রয়েছে একটি ইবাদতখানা।

পাবলিক লাইব্রেরির তৃতীয় তলায় রয়েছে শিশু-কিশোর পাঠকক্ষ, যা শুধু শিশু-কিশোরদের জন্য। ১০ আসনবিশিষ্ট এ পাঠকক্ষটি সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এখানে শিশু-কিশোরদের আসার প্রবণতাও বেশি দেখা যায়। তাদের পড়ার উপযোগী ৫ হাজার বই রয়েছে এখানে।

এখানে ১ জন কর্মচারী দায়িত্বে আছেন। প্রতিদিন প্রায় ১০০ থেকে ২০০ পাঠক এখানে আসেন।

বিজ্ঞান কক্ষটি লাইব্রেরির তিন তলায় অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক বই, পত্রিকা এবং পুরনো পত্রিকা পাওয়া যায়। এই বিজ্ঞান পাঠকক্ষটি দোতলার মতোই নিরিবিলি এবং ১৬ আসনবিশিষ্ট। এখানে মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক বই পড়ার জন্য সব বয়সের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে। এ কক্ষে দায়িত্বে আছেন ৪ কর্মচারী। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিজ্ঞান কক্ষটি খোলা থাকে। গড়ে প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৮০০ পাঠক-পাঠিকা বই পড়তে আসেন।

সুশোভিত সিঁড়ি বেয়ে চার তলায় উঠলে চোখে পড়বে সাধারণ পাঠকক্ষ। এখানে সব বয়সের ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নীরবে বই পড়ায় ব্যস্ত। ১০০ আসনবিশিষ্ট কক্ষটি সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। দৈনিক এখানে ৩০০ থেকে ৫০০ পাঠক বই পড়তে আসে। আপনার কোন বই দরকার তা লাইব্রেরিয়ানকে বললে সে বলে দেবে বইটি কোন তাকে আছে। সাধারণ কক্ষটি বিশাল। এর চারপাশে বুকসেলফ বেষ্টিত। যেদিকে তাকাবেন সেদিকে শুধু বই আর বই। এখানে মূলত সাধারণ বই পাওয়া যায়। যেমন- কবিতা, উপন্যাস, গল্প, পাঠ্যপুস্তক, লেখকের জীবনী, নাটক-প্রবন্ধ, কবি-সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদদের জীবনী। পাবলিক লাইব্রেরিতে বই ও পেপার পড়তে হলে এখানে সদস্য হতে হয় না। পাবলিক লাইব্রেরি শুক্রবারে বন্ধ থাকে।

১৯৬৩ সালের পাবলিক লাইব্রেরিটির আরও আধুনিকীকরণ করা উচিত। পুরো লাইব্রেরি মিলে রয়েছে একটি মাত্র কম্পিউটার। প্রতিদিন লাইব্রেরিতে পাঁচ শতাধিক পাঠক-পাঠিকার সমাবেশ ঘটে। চার তলাবিশিষ্ট পাবলিক লাইব্রেরির সমস্যা সমাধানে যথাযথ সুদৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে অনেকেই মনে করেন। কেননা, এটিই একমাত্র সরকারি পাবলিক লাইব্রেরি। যেখানে চট্টগ্রামবাসী অনেক আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসেন।

□ আবছার উদ্দিন অলি